যুগান্তর

তারিখ 6 FEB 2013 পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

অভিভাবক-কর্তৃপক্ষ টানাপোড়েন হোস্টেলে শিক্ষার্থী রাখা নিয়ে

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা সাগর এবং উর্মি দম্পতির ৮ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে নুহিন (ছদ্মনাম) এবার ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভর্তির পর থেকে মা এবং ছেলে দু'জনকে অজানা এক আতংক তাড়া করে ফিরছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়েছে, ছেলেটিকে বাধ্যতামূলকভাবে 'হাউসে' (স্কুলের হোস্টেল) দিতে হবে। কিন্তু ছোট্ট শিশু মাকে ছেড়ে যেতে চায় না। তেমনি একমাত্র সন্তানকেও মা চোখের আড়ালে রাখতে চান না। স্কুলটিতে ভর্তির পর থেকে এ নিয়ে অভিভাবকদের ওপর চলছে মনস্তাত্ত্বিক পীড়ন। বাবা সাগর জানান, তার ছেলে স্কুলে যখনও মাঝে-মধ্যে এ নিয়ে কেঁদে ওঠে। লালবাগের অভিভাবক রফিক আহমেদের ছেলে একমাত্র 'সোহাগ' (ছদ্মনাম) একই স্কুল থেকে ২০১১ সালের জেএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। তখন সোহাগ বাবা থেকে ক্লাস করত। নবম শ্রেণীতে ওঠার পর বাধ্যতামূলকভাবে তাকে হাউসে দিতে হয়। সেখানে ওঠার পর সোহাগ বার বার বলছিল সে ভালো ফল করতে পারবে না। বস্তুত হয়েছেও তাই। শিক্ষাবর্ষের ৫ সপ্তাহ চলে গেছে। কিন্তু দু'বিষয়ে অকৃতকার্য সোহাগের এখন শিক্ষাজীবনই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ তার ভর্তি নেয়নি। জানা গেছে, ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটিতে এভাবেই চলছে 'আবাসিক-নির্যাতন'। অনভ্যস্ত এবং অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের এভাবে স্কুলের হোস্টেলে বাধ্যতামূলক রাখার কারণে কেবল ফলাফল খারাপই হচ্ছে না, অনেকের মানসিক সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। সরেজমিন দেখা গেছে, বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এ নিয়ে অভিভাবকরা এক প্রকার আন্দোলনে নেমেছেন। বিশেষ করে এবারে তৃতীয় শ্রেণীর প্রভাতী শাখার ৬৮জন অভিভাবক দৈনিক স্কুলের সামনে মানববন্ধন, স্কুলের বোর্ড অব গভর্নর্সের (বিওজি) স্মারকলিপি প্রদানসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন।

উল্লেখ্য, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে ১১ জানুয়ারির মধ্যে ছাত্রদের হাউসে উঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল। অভিভাবকদের অনীহার মুখে পরবর্তীতে তা ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করে। নির্দেশনা অনুযায়ী ৪৮ শিশুকে হোস্টেলে নেয়া হয়েছে। এখনও ৬৮জন হোস্টেলের বাইরে রয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করে একজন অভিভাবক যুগান্তরকে জানান, তাদের সন্তানদের ভর্তিকালে আবেদন ফরমে প্রভাতী শাখা আবাসিক/অনাবাসিক উভয়ই উল্লেখ ছিল। সে বিবেচনায় তারা প্রভাতী শাখায় অনাবাসিক হিসেবেই সন্তানদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়েছিলেন। এছাড়া বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে অভিভাবকরা সন্তানদের হোস্টেল চার্জ দিয়েই বাসায় রাখার অনুমতি পেয়েছেন এবং সে বিবেচনা থেকেই তারাও হোস্টেল চার্জ পরিশোধপূর্বক ছোট শিশুদের বাসায় রাখার (অনাবাসিক) অনুমতি চাচ্ছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ একেবারে বাদ সাধছে। আরেক অভিভাবক বলেন, প্রভাতী শাখায় উত্তীর্ণ মেধাবীদের প্রথম দশজনকে অনাবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু তাদের সন্তানেরাও খুবই ছোট, তাই তাদের পিতৃ এবং মাতৃস্নেহ উভয়ই প্রয়োজন।

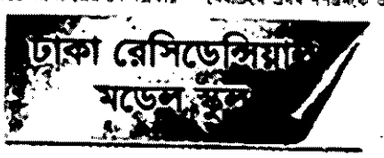

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির উপাধ্যক্ষ সুলতান আহমেদ বলেন, স্কুলটির নামই হচ্ছে 'আবাসিক'। অনাবাসিক শিক্ষার্থী থাকলে তাতে এর মূল বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। বলেন, বিওজির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রভাতী শাখার শিক্ষার্থীদের আবাসিক হতে হবে। আগে একসময় প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরও হাউসে রাখা হতো। কিন্তু এখন 'ডেডিকেটেড মেট্রন' পাওয়া যায় না বলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে হাউসে রাখার নিয়ম করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আবাসিক হয়ে গেলেও সাময়িকভাবে অনেককে বাসায় থাকার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু আন্দোলনকারী অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এখন পর্যন্ত একদিনের জন্যও হোস্টেলে দেননি। হোস্টেলে দেয়ার পর সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিনের জন্য বাসায় নেয়া যায়। তিনি এও বলেন, অনেকে কিছুদিনের জন্য বাসায় নিয়ে পরে আবার আবাসিক চার্জ দিতেও রাজি হননি। এ কারণে অনেক জটিলতা তৈরি হয়েছে। উপাধ্যক্ষ বলেন, শক্তিশালী একটি বিওজি দ্বারা তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। যদি বিওজি সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে তারা বাধ্যতামূলক হাউসে না রাখার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। অন্যথায় সম্ভব নয়।